প্রাণের কাবা

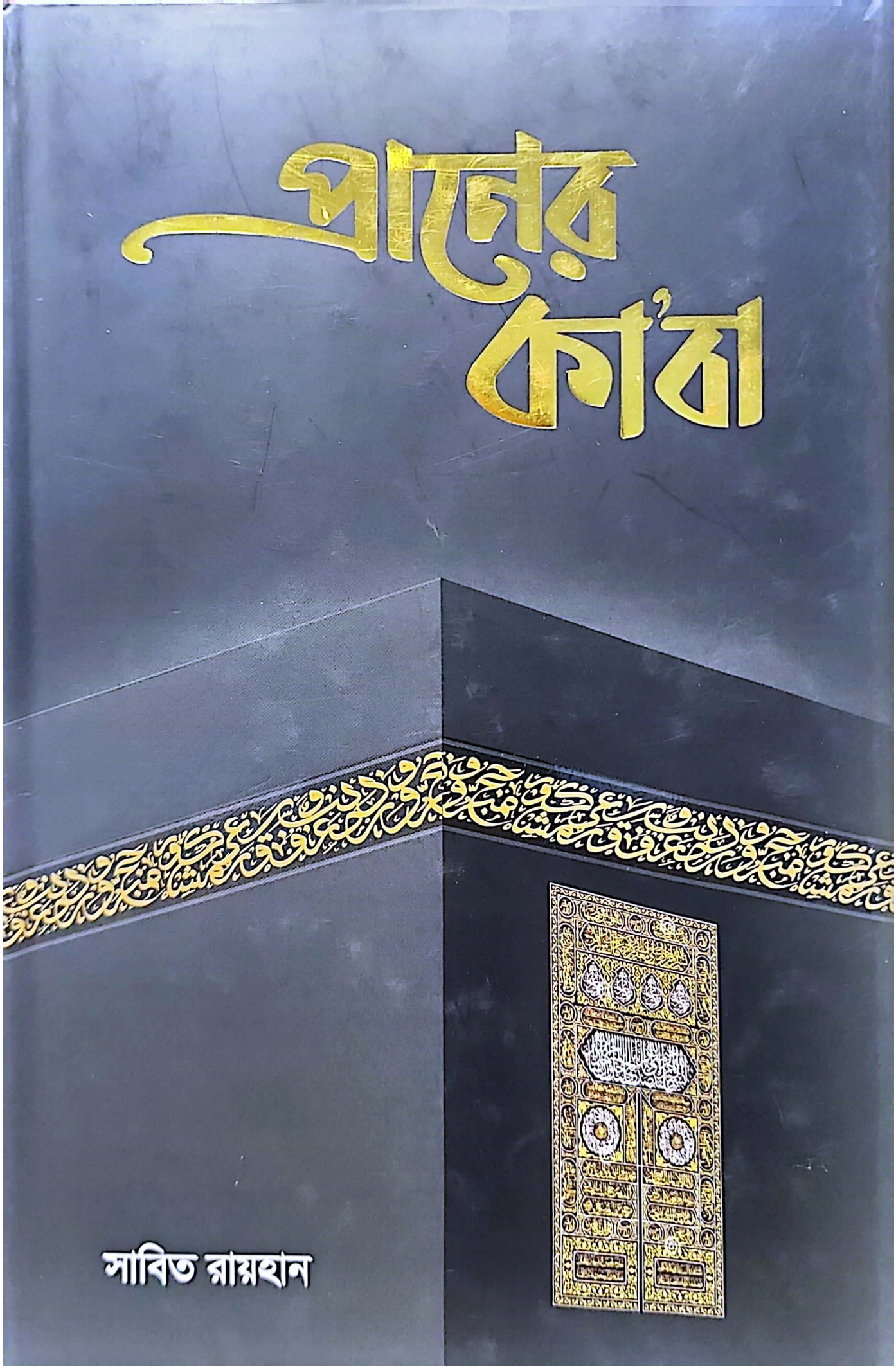

সাবিত রায়হান

CamScanner

সূচি

ভূমিকা	৫
কা'বা শরীফ নির্মাণের ইতিহাস	১৯
কা'বা প্রথম সৃষ্টি	১৪১
হজ্জ ও উমরা	১৯৩
জীবনে একবার মাত্র হজ্জ আদায় করা ফরয	৩২৯
হজ্জের পাঁচ দিন	৩৪১

CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কা'বা শরীফ নির্মাণের ইতিহাস

আল্লামা বগভী রহ. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক যমীন সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে কা'বা শরীফের স্থান সৃষ্টি করেছিলেন। স্থানটি ছিল একটি সাদা ফেনা যা পানি রাশির উপর স্থীর হয়েছিল। তার নীচ থেকে যমীনের বিস্তার শুরু হয়।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে যমীনে অবতীর্ণ করেছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে আশ্রয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরযী পেশ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাত থেকে ইয়াকুতের তৈরী 'বায়তুল মা'মুর' অবতীর্ণ করে তা কা'বা ঘরের স্থানে স্থাপন করলেন। এর দ্বার ছিল জমরুদের। একটি ছিল পূর্ব দিকে অপরটি ছিল পশ্চিম দিকে।

এরপর নির্দেশ হলো, হে আদম! আমি তোমার জন্য একটি গৃহ অবতীর্ণ করেছি। গৃহটিতে তুমি এমনভাবে তাওয়াফ কর যেমন আরশের চারি পার্শ্বে তাওয়াফ করতে এবং এর কাছে এমনভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমার আরশের নিকট সালাত আদায় করতে। এই সময় হাজ্‌রে আসওয়াদও অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এ পাথরটি উজ্জ্বল ধবধবে সাদা ছিল। জাহিলী যুগে ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকদের স্পর্শের থেকে পাথরটি কালো হয়ে যায়। হযরত আদম আ. পায়ে হেঁটে মক্কায়ে মুয়ায্যমায় পৌঁছলেন। তাঁকে কা'বা শরীফের রাস্তা দেখাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশ্‌তা

CamScanner

নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি মক্কা মুয়াযযামায় পৌঁছে আল্লাহ তা'আলার ঘরে হজ্ব সম্পাদন করলেন। হজ্বের সম্পূর্ণ বিধান তিনি পালন করেছিলেন। যখন হজ্ব পর্ব সম্পন্ন করলেন তখন ফিরিশ্‌তাগণ বলেছিল, হে আদম! আপনার হজ্ব কবুল হয়েছে। আর আমরা আপনার দু'হাজার বছর পূর্বে এ গৃহের হজ্ব সম্পাদন করেছি।[৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, হযরত আদম আ. ৪০ বার হজ্ব করেছেন। নূহ আ.-এর যুগের তুফান পর্যন্ত বায়তুল মা'মুর এভাবেই ছিল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে আসমানে উত্তোলন করেন। প্রতিদিন ৭০ হাজার নতুন ফিরিশ্‌তা বায়তুল মা'মুরের তাওয়াফ করেন। এ অবস্থা সর্বকালে অব্যাহত থাকবে।

পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে,

এক মেঘ খন্ড বায়তুল্লাহ শরীফের স্থানে ছায়া ফেলে। হযরত ইবরাহীম আ. সেই ছায়ার পরিমাপ মোতাবেক কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, হযরত ইবরাহীম আ. পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছেন।

১. তুরে সাইনা

২. তুরে যীতা

৩. লুব্বান (সিরিয়ার একটি পাহাড়)

৪. জুদী (এটি আরব উপদ্বীপের একটি পাহাড়)

৫. হেরা পাহাড়ের পাথর দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করেন।

হেরা মক্কার একটি পাহাড়। এরপর যখন হাজ্‌রে আসওয়াদ স্থাপনের সময় হলো তখন হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, এখানে একটি সুন্দর পাথর স্থাপন করা দরকার যেন তা মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন হয়ে থাকে। তখন ইসমাঈল আ. একটা সুন্দর পাথর আনলেন।

হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, 'এর চেয়ে সুন্দর পাথর নিয়ে এসো'।

৫. তাফসীরে মাযহারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৩

CamScanner

হযরত ইসমাঈল আ. পুনরায় গেলেন। আবু কুবাইস পাহাড় চিৎকার করে বললো, "আপনার একটা আমানত আমার নিকট রয়ে গেছে। তা নিয়ে যান"। হযরত ইসমাঈল আ. হাজ্‌রে আসওয়াদ সেখান থেকে সংগ্রহ করে যথাস্থানে স্থাপন করে দিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ পাক আসমানে বায়তুল মা'মুর নামে একটা ঘর নির্মাণ করে ফিরিশ্‌তাগণকে নির্দেশ দেন যেন তার অনুকরণে দুনিয়াতে কা'বা গৃহ নির্মাণ করে।

আর একথাও বর্ণিত আছে, প্রথমে হযরত আদম আ. কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। কিন্তু তা তুফানে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে আবার সে গৃহের নমুনা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সম্মুখে তুলে ধরা হয়। সে নমুনা মোতাবেক তিনি পুনঃনির্মাণ করেন। اَللّٰهُ اَعْلَمُ -আল্লাহ পাক সবচেয়ে ভাল জানেন।

তাফসীরে মাযহারীতে, খন্ড-১ পৃঃ ২২৪। এটাই নিম্নের আয়াতে ইরশাদ রয়েছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কা'বা শরীফ নির্মানের পটভূমি বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা এত সুস্পষ্ট, আকর্ষণীয় এবং এত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, পাঠক মাত্রেরই সম্মুখে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। যখন ইবরাহীম আ. তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসমাইল আ. কে নিয়ে পবিত্র কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়; বরং তাঁদের অন্তরের অবস্থা, আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁদের ভয়-ভীতি, তাঁদের ইখলাছ ও আন্তরিকতা এবং কা'বা শরীফ নির্মাণের এ সাধনা কবুল করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের দু'আ- এসবই এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে কা'বা শরীফকে জন-সমাবেশের কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাইল আ.কে এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে। যে কা'বা শরীফকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখা হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. পবিত্র কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় যে আকর্ষণীয়ভাবে দু'আ করছিলেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

এতদ্বারা পবিত্র কুরআন এ শিক্ষা দিয়েছে, আল্লাহর নামে যদি কেউ কোন কাজ করে তবে তা যে আল্লাহর দরবারে অবশ্য কবুল হবে এমন নয়; বরং কবুল করা না করা আল্লাহর মর্জির ব্যাপার। আল্লাহ পাকের এই মর্জি পাওয়ার আদব হলো সর্বপ্রথম নিয়্যত সঠিক করা। শুধু এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা। আর তা করে গর্ব না করা; আত্মপ্রচার না করা। দ্বিতীয়তঃ কাজ করে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা এ জন্যে, যদি আল্লাহ তা'আলা কবুল না করেন। কেননা, সাধনা মাত্রই সার্থক হবে তা নয়; বরং ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ জন্যে ভয়-ভীতি বিনয় ও মিনতি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুলিয়্যতের জন্যে আরযী পেশ করা। এজন্যেই হযরত ইবরাহীম আ. تَقَبَّلْ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ হলো যদিও এ মেহনত কবুল হওয়ার যোগ্য নয়। তবুও দয়া করে কবুল করুন।[৬]

ইবরাহীম আ. তিনি যিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রী এবং পুত্রকে শষ্য-শ্যামলিমায় ভরপুর সিরিয়া থেকে এনে কঙ্করময় শুষ্ক যমীন মক্কায় অসহায় অবস্থায় রেখে গেছেন।

সেই ইবরাহীম আ. আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কা'বা শরীফ নির্মাণ করতে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে ভীত-সন্তুষ্ট চিত্রে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মিনতি জানাচ্ছেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'হে প্রভু! আমাদের তরফ থেকে এ সাধনা কবুল কর। তুমি নিশ্চয় সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত'। তুমি আমাদের আকাঙ্খা সম্পর্কে অবগত। আমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তুমি আমাদের এ নাযরানা কবুল করলে আমরা ধন্য হব। হে পরওয়ার দেগার! কবুল কর।

কা'বা শরীফের প্রথম নির্মাতা

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন ফিরিশ্‌তাগণ। যেমন, কুরআন মাজিদে ইরশাদ রয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম গৃহ যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ গৃহ, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের হিদায়েত ও

৬. খোলাসাতুস তাফসীর, পৃষ্ঠা-৭৬

বরকতময়'।

প্রথমে কা'বা শরীফ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন ফিরিশ্‌তাগণ, না হযরত আদম আ.। এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এমনকি কেউ কেউ বলেন, যমীন সৃষ্টির প্রথম ধাপ সেই স্থাপন থেকে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, পানির উপর ছিল আরশ, এই আরশের পাদদেশে পানির বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি হয়। সেই বুদ্‌বুদ্‌ থেকে মাটি তৈরী হয়। আজ কা'বা মুকার্‌রমা যতটুকু বিদ্যমান ততটুকু ফিরিশ্‌তা জগত নির্মাণ করেন। এরপর থেকেই সারা দুনিয়ার মাটি বিস্তার লাভ করে। হযরত নূহ আ.-এর তুফানের সময় ঐ স্থানকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ.-এর পুত্র ইসমাঈলের সাহায্যে কা'বার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ রয়েছে, ইবরাহীম এবং ইসমাঈল আ. একত্রিত কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ করেন।

অন্য আয়াতে ইরশাদ রয়েছে–

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

'যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়েছি'। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশে এ গৃহ নতুন করে ভিত্তি রাখেন।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ.-কে জান্নাত থেকে যমীনে প্রেরণ করেন। তখন তাঁর গৃহকে তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেন এবং বলেন, হে আদম! আমি তোমার সাথে আমার গৃহকেও অবতীর্ণ করেছি, তুমি এই গৃহের তাওয়াফ এভাবে করবে, যেভাবে আমার আরশের তাওয়াফ করা হয় এবং তার দিকে ফিরে এভাবে সালাত আদায় করবে, যেভাবে আমার আরশের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা হয়। অতঃপর হযরত নূহ আ.-এর তুফানের সময় ঐ গৃহকে উঠিয়ে নেয়া হয়। তারপর সমস্ত নবীগণের জন্য সেই স্থানের তাওয়াফ করতে কোন গৃহ ছিল না। অতঃপর ইবরাহীম আ. কে আল্লাহ তা'আলা স্থান দেখিয়ে দেন ও গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেন।[৭]

হাদীসের বর্ণনায় বুঝা যায়, যখন কা'বা শরীফের পূর্ণ নির্মাণ কাজ হযরত ইবরাহীম আ. সম্পূর্ণ করেন, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তিনি আরযি পেশ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার গৃহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্দেশ হলো, হজ্ব পালনের জন্য তুমি সারা

৭. তারগীবে মুনযিরী

বিশ্ববাসীকে ঘোষণা করে দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কিভাবে আমার আওয়াজ পৌঁছবে? আল্লাহ পাক বললেন, আমার যিম্মায় আওয়াজ পৌঁছানো। হযরত ইবরাহীম আ. ঘোষণা করে দিলেন আর তা আসমান ও যমীনের যাবতীয় সৃষ্টি জগত শুনেছিল। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। যেহেতু বেতার যন্ত্রের মারফত আওয়াজ মুহূর্তের মধ্যে দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছে যায়। আর সেই মহান সৃষ্টিকর্তা বেতার আবিষ্কারেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি বিশ্ব ভূবনে আওয়াজ পৌঁছাতে পারেন না?

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, সেই ঘোষণাপত্র প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রবণ করেছে এবং لَبَّيْكَ "লাব্বাইকা" বলেছে। এর অর্থ হলো- 'আমি উপস্থিত'। হাজী সাহেবান ইহ্‌রাম বাঁধার পর সেই لَبَّيْكَ বলে থাকেন। যে ব্যক্তির তাকদীরে আল্লাহ পাক হজ্বের সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনিই সে আওয়াযের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং لَبَّيْكَ বলেছেন।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি উক্ত আহ্বানের সাড়া দিয়ে لَبَّيْكَ বলেছেন, চাই সে জন্ম লাভ করে থাকুক বা রুহ জগতে অবস্থান করুক, সে নিশ্চয় হজ্ব পালন করবে'।

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি একবার لَبَّيْكَ বলেছে, তার এক হজ্ব নসীব হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দু'বার لَبَّيْكَ বলেছে তার দু' হজ্ব নসীব হয়েছে। এমনিভাবে যে যতবার لَبَّيْكَ বলেছে, তার ততবার হজ্ব নসীব হয়েছে। কত বড় সৌভাগ্যশালী ঐসব রুহ বা আত্মা, যারা তখন পর্যায়ক্রমে لَبَّيْكَ বলেছিল। তারা আজ হজ্বের পর হজ্ব করতেছে বা হজ্ব করবে।

কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের পূর্ব প্রস্তুতি

হযরত ইবরাহীম আ. জেরু-যালিমে বসবাস করছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাজেরার গৃহে যখন হযরত ইসমাঈল আ. জন্মগ্রহণ করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন স্ত্রী হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলকে তদানীন্তন অনাবাদী এলাকা মক্কায় রেখে যেতে।

বলা বাহুল্য, এ স্থানটি তখন ছিল সম্পূর্ণ অনাবাদী মরু প্রান্তর। এর মরন পিয়াসী কঙ্করময় শুষ্ক ভূমির চতুর্দিকে যেন মৃত্যুই ছিল বিরাজমান। কোন প্রকার পানির দ্রব্য অথবা মানুষের নাম নিশানাও ছিল না, এ প্রাণহীন উপত্যকায়। হযরত ইবরাহীম আ. এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর

রেখে প্রত্যাবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। হযরত হাজেরা আ. পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তাঁর অনুসরণ করলেন। আর বলতে লাগলেন, আপনি কি আমাকে এমন স্থানে একাকী রেখে যাচ্ছেন? যেখানে জীবন-শ্যামলিমার কোন নির্দশন নেই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ. নির্বাক, নীরব, নিঃস্তব্দ, সম্পূর্ণ নিরুত্তর আপন মনে চলে যাচ্ছেন।

অবশেষে হযরত হাজেরা রা. জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কি আপনাকে এ আদেশ দান করেছেন? হযরত ইবরাহীম জবাব দিলেন, হ্যাঁ। এ কাজ আল্লাহ পাকের আদেশেই করা হয়েছে। হাজেরা আ. একথা শুনে বললেন, যদি আল্লাহ পাকের নির্দেশে এ কাজ হয়ে থাকে। তবে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত ইবরাহীম আ. চলতে চলতে একটি পর্বত শৃঙ্গের উপর আরোহন করে দেখলেন, তাঁর পরিবারবর্গ দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন দু'হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করে এ মুনাজাত করলেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

'প্রভূ হে! আমি তোমার গৃহের নিকট এমন একটি ভূমিতে আমার সন্তানকে বসবাস করিয়েছি, যেখানে শস্য-শ্যামলিমার কোন নিদর্শন নেই। হে প্রভূ! যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট কর এবং যমীনের উৎপন্ন ফসল থেকে তাদের উপর্জীবিকা দান কর, হয়তো তারা শোকরগুযার হবে।'

হযরত ইবরাহীম আ.-এর দেয়া পানি এবং খেজুর দ্বারা হযরত হাজেরা কয়েকদিন অতিবাহিত করলেন এবং ইসমাঈল আ.-কে দুগ্ধ পান করালেন। কিন্তু তা আর ক'দিন? অল্প ক'দিন পরই তাঁর সীমাবদ্ধ আহার্য আর সামান্য রসদ নিঃশেষ হয়ে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁদের কষ্টের সীমা রইল না। মাতার ক্ষুধার দরুন শিশুর দুধের ব্যবস্থাও হলো না। সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অবস্থা দুরাবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। তাঁর অস্থিরতা, ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিশুর মৃত্যু আসন্ন মনে করে মাতা অপেক্ষাকৃত একটু দূরে এবং বৃক্ষের আড়ালে চলে গেলেন। কারণ, স্বীয় কলিজার টুকরো সম সন্তানকে এভাবে অনাহারে মরতে দেখবার সম মনের কথা কোন মাতারই থাকে না। একটু পর মনের অস্থিরতা দূর হলে আরোহন করলেন, হয়তো

CamScanner

আল্লাহ পাকের কোন বান্দা আগন্তুক মুসাফিরের আগমনে তাঁর সমূহ বিপদ আপাততঃ দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু সেখানে কাউকে না দেখে শিশুর মায়ায় প্রাণের আবেগে পুনরায় ছুটে এলেন পুত্রের নিকট। তাঁর সকরুন অবস্থা দেখে দ্রুতবেগে গমন করলেন মারওয়া পাহাড়ের দিকে। পুনরায় স্বীয় প্রাণাধিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে সাতবার গমনাগমন করলেন। প্রিয় নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানে পৌঁছে ইরশাদ করেছেন, এটাই সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ (দৌড়) যা হাজীদের হজ্ব পর্ব সুসম্পন্ন করার সময় আদায় করতে হয়।

যা হোক, শেষবার যখন হযরত হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি একটি অদৃশ্য আওয়াজ শ্রবণ করলেন। তিনি কর্ণপাত করলেন, সেই আওয়াজ পুনরায় শ্রবণ করে হযরত হাজেরা রা. বললেন, যদি আমার সাহায্য করতে সক্ষম হও, তাহলে সম্মুখে উপস্থিত হও।

CamScanner